কর্মকারক

বাক্যের ক্রিয়াপদকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই হল কর্ম।
সুনীল চিঠি লিখেছে। **প্রশ্ন** : সুনীল কী লিখেছে? **উত্তর** : চিঠি। অতএব 'চিঠি' কর্ম।
এইরূপ, রাম শ্যামকে জানে। **প্রশ্ন** : রাম কাকে জানে? **উত্তর** : 'শ্যামকে'। অতএব, 'শ্যাম' পদটি কর্মকারক।

কর্মকারকের সংজ্ঞা

ক্রিয়া সম্পাদনের বিষয়কে অর্থাৎ কর্তা যা করে, তাকে কর্মকারক বলে।

কর্মের প্রকারভেদ

[১] *মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম*

কতকগুলি ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে। এই দুটি কর্মের মধ্যে যেটি প্রধান বা মুখ্য, তাকে মুখ্যকর্ম এবং যেটি অপ্রধান, তাকে গৌণকর্ম বলে। মুখ্যকর্মটি অপ্রাণীবাচক বা বস্তুবাচক এবং গৌণকর্মটি প্রাণীবাচক হয়। এজন্য সাধারণত 'কী' প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যকর্ম এবং 'কাকে' প্রশ্নের উত্তরে গৌণকর্ম পাওয়া যায়। যেমন—

আমি তাকে একখানি বই দিয়েছি।

প্রশ্ন : কী দিয়েছি? উত্তর : 'বই' — মুখ্যকর্ম।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছি? উত্তর : 'তাকে' — গৌণকর্ম।

[২] *উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম*

অনেক সময় ক্রিয়ার কাজ একটি কর্মের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, পরিপূরকরূপে আরও একটি কর্মের দরকার হয়। প্রথম কর্মটিতে বিভক্তি যুক্ত হয় এবং পরিপূরক কর্মটিতে বিভক্তি চিহ্ন থাকে না। এক্ষেত্রে প্রথম কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম এবং পরিপূরক কর্মটিকে বিধেয় কর্ম বলে। যেমন—

তারা তোমাকে সভাপতি করবে। তোমাকে—উদ্দেশ্য কর্ম, সভাপতি—বিধেয় কর্ম।

[৩] *উক্ত কর্ম ও অনুক্ত কর্ম*

কর্মবাচ্যের কর্মকারককে **উক্ত কর্ম** বলে। যেমন—

বই কেনা হয়েছে। 'বই' উক্ত কর্ম।

কর্তৃবাচ্যের কর্মকারককে **অনুক্ত কর্ম** বলে। যেমন—

আমি বই পড়ছি। 'বই' অনুক্ত কর্ম।

আবার কখনো-কখনো কর্তার মতো কর্মও উহ্য বা অনুক্ত থাকে, একেও **অনুক্ত কর্ম** বলে। যেমন–

সুধীর আজ পড়বে না। এই বাক্যে 'পড়া' ক্রিয়ার কর্ম উহ্য বা অনুক্ত আছে।

[৪] *সমধাতুজ কর্ম*

কোনো বাক্যের ক্রিয়া যে ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, কর্মও যদি সেই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, তবে ওইরূপ কর্মকে **সমধাতুজ কর্ম** বলে। যেমন–

মেয়েটি কী নাচই না নাচল। কী রান্না রেঁধেছে? কী ঘুমই ঘুমালাম। কী কাঁদন কাঁদলেন। কী বাঁধনে বাঁধলে। কী খেলাই খেললে। কী দৌড়-ই না দৌড়ালে।

[৫] *কর্মে বীপ্সা*

একই কর্ম দু-বার উল্লেখের ফলে কর্মে বীপ্সা হয়। যেমন–

জনে জনে ডেকে বলেছি।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তি ও অনুসর্গের প্রয়োগ

কর্মকারকে সাধারণত 'কে' বিভক্তি হয়। কিন্তু কর্মকারকে অন্যান্য বিভক্তিরও প্রয়োগ দেখা যায়।

» 'শূন্য' বিভক্তি

- আমি বই কিনেছি।
- আমার কর্তব্য আমি করব।

» 'কে', 'রে' বিভক্তি

- মহিমকে বইটি দাও।
- মাতাপিতাকে ভক্তি করো।
- কে আমারে ডাক দিয়ে যায়।
- সবারে বাসরে ভালো।
- মিথ্যারে করো না উপাসনা।
- ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।

» 'র', 'এর' বিভক্তি

- দেবতার পূজা করো।
- আর্তের সেবা করা উচিত।
- ছেলেদের গল্প বলব।
- বিপন্নরে সাহায্য করো।

» ‘এ’, ‘য়’ বিভক্তি

- চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আসনে।
- আমায় ডাকছ কেন?

» ‘থেকে’ অনুসর্গ

- জাদুকর একটাকা থেকে দু-টাকা করে দিল।